ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(১৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×১০=৫০)

سورة المؤمنون (সূরা আল মুমিনুন)

৬২. ما هى صفات للمؤمنين المذكورة فى بداية سورة المؤمنون؟ - [সূরা আল মুমিনুনের শুরুতে উল্লিখিত মুমিনগণের গুণাবলি কী কী?]
৬৩. ما المراد بقوله تعالى "فاولئك هم العادون"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فاولئك هم العادون-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৬৪. ما هى الزكوة وما اهميتها؟ - [যাকাত কী এবং এর গুরুত্ব কী?]
৬৫. ما المراد بقوله تعالى "اولئك هم الوارثون"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী اولئك هم الوارثون-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৬৬. ما هى الاية التى تتحدث عن خلق الانسان؟ - [কোন আয়াতে মানুষের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে?]
৬৭. ما المراد بقوله تعالى "خلق الانسان من ماء مهين"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী خلق الانسان من ماء مهين-এর অর্থ কী?]
৬৮. ما معنى قوله تعالى "ان الله يعلم ما تخفى الصدور"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الله يعلم ما تخفى الصدور-এর অর্থ কী?]
৬৯. ما معنى قوله تعالى "خلق الانسان من عجل"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী خلق الانسان من عجل-এর অর্থ কী?]
৭০. ما هى اهم علامات الهداية؟ - [হেদায়েতের প্রধান লক্ষণগুলো কী?]
৭১. ما الفرق بين الايمان والعمل الصالح؟ - [العمل الصالح ও الايمان-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]
৭২. ما المراد بقوله تعالى "من سلالة من طين"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী من سلالة من طين-এর অর্থ কী?]

৭৩. ما هى القيم التى يجب على المؤمنين اتباعها؟ - [মুমিনদের কোন মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করা উচিত?]
৭৪. ما هى اهمية الصلاة فى حياة المؤمن؟ - [মুমিনের জীবনে সালাতের গুরুত্ব কী?]
৭৫. ما معنى النطفة؟ - [نطفة শব্দের অর্থ কী?]
৭৬. اثبت بان القتل بغير حق حرام - [প্রমাণ কর যে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা হারাম।]
৭৭. ما معنى البعث؟ - [بعث শব্দের অর্থ কী?]
৭৮. كم مرحلة فى خلق الانسان؟ - [মানুষ সৃষ্টির কয়টি ধাপ রয়েছে?]
৭৯. ما المراد بقوله تعالى "ثم انشأناه خلقا اخر"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ثم انشأناه خلقا اخر-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৮০. ما معنى قوله تعالى "فتبارك الله احسن الخالقين"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فتبارك الله احسن الخالقين-এর অর্থ কী?]
৮১. ما هى عقوبة المكذبين من قوم نوح؟ - [নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মিথ্যারোপকারীদের কী শাস্তি হয়েছিল?]
৮২. ما مصير الكافرين فى الاخرة؟ - [পরকালে কাফেরদের পরিণতি কী হবে?]
৮৩. ماذا يدل قوله تعالى "افحسبتم انما خلقناكم عبثا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী افحسبتم انما خلقناكم عبثا আয়াতটি কী নির্দেশ করে?]
৮৪. ما معنى قوله تعالى "وانزلنا من السماء ماء بقدر"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وانزلنا من السماء ماء بقدر-এর অর্থ কী?]
৮৫. ما وصف الجنة فى سورة المؤمنون؟ - [সূরা আল মুমিনুনে জান্নাতের কী বর্ণনা এসেছে?]
৮৬. ماذا يطلب اهل النار من ربهم؟ - [জাহান্নামের লোকেরা তাদের রবের কাছে কী চাইবে?]
৮৭. ما معنى قوله تعالى "لا اله الا هو رب العرش الكريم"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী لا اله الا هو رب العرش الكريم-এর অর্থ কী?]
৮৮. ما وصف النار فى سورة المؤمنون؟ - [সূরা আল মুমিনুনে জাহান্নামের কী বর্ণনা এসেছে?]

খ বিভাগঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (সূরা আল মুমিনুন)

৬২. সূরা আল মুমিনুনের শুরুতে উল্লিখিত মুমিনগণের গুণাবলি কী কী? (ما هى صفات للمؤمنين المذكورة فى بداية سورة المؤمنون؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল মুমিনুনের প্রথম ১০ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা খাঁটি মুমিনদের ৭টি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের পূর্বশর্ত।

মুমিনদের গুণাবলি:

১. সালাতে খুশু: মুমিনরা সালাতে বিনীত ও ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। আল্লাহ বলেন: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (যারা তাদের সালাতে বিনয়ী)।

২. অসারতা বর্জন: তারা অনর্থক কথা ও কাজ (লাগু) থেকে বিরত থাকে।

৩. যাকাত প্রদান: তারা নিয়মিত যাকাত আদায় করে এবং আত্মশুদ্ধি অর্জন করে।

৪. লজ্জাস্থানের হেফাজত: তারা নিজেদের যৌন চাহিদাকে সংযত রাখে এবং ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে। কেবল বৈধ স্ত্রী ও দাসীদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

৫. আমানত রক্ষা: তারা গচ্ছিত আমানত এবং দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।

৬. অঙ্গীকার পূরণ: কাউকে কোনো কথা দিলে বা ওয়াদা করলে তা রক্ষা করে।

৭. সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ: তারা সালাতের সময়, নিয়ম এবং পবিত্রতার ব্যাপারে যত্নবান থাকে। وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ।

উপসংহার:

এই গুণগুলো অর্জনকারী মুমিনরাই সফলকাম এবং তারাই জান্নাতের উত্তরাধিকারী।

---

৬৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী " فاولئك هم العادون "-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " فاولئك هم العادون " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের বৈধ সীমানা নির্ধারণের পর আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের ব্যাপারে এই কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

অর্থ ও উদ্দেশ্য:

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ অর্থ: "তারাই সীমালংঘনকারী।"

এখানে 'সীমালংঘনকারী' দ্বারা ওই সব লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের স্ত্রী এবং শরিয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করতে চায়।

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:

১. ব্যভিচার (Zina): বিবাহবহির্ভূত যেকোনো যৌন সম্পর্ক।

২. হস্তমৈথুন (Masturbation): অধিকাংশ ফকিহদের মতে, এই আয়াতের ভিত্তিতে হস্তমৈথুন হারাম, কারণ এটি স্ত্রী বা দাসীর মাধ্যম নয়।

৩. সমকামিতা ও পশুকাম: এগুলোও এই সীমার বাইরে এবং জঘন্য অপরাধ।

বিধান:

যারা এই বৈধ সীমার বাইরে যাবে, তারা আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী এবং 'আদুন' বা বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে।

---

৬৪. যাকাত কী এবং এর গুরুত্ব কী? (ما هى الزكوة وما اهميتها؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। এটি নিছক দান নয়, বরং মাল ও আত্মার পবিত্রতার মাধ্যম।

সংজ্ঞা:

'যাকাত' (الزكاة) শব্দের আভিধানিক অর্থ—পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া বা বরকত।

পারিভাষিক অর্থে, নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছর শেষে সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত ২.৫%) আল্লাহ নির্ধারিত খাতসমূহে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

গুরুত্ব:

১. আত্মশুদ্ধি: আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (এবং যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়)। যাকাত মানুষের মন থেকে কৃপণতার ময়লা দূর করে।

২. অর্থনৈতিক ভারসাম্য: এটি ধনীদের সম্পদ থেকে গরিবের হক আদায় করে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

৩. ইবাদত কবুল: নামাজ ও যাকাত কুরআনে বহুবার একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত অস্বীকারকারীর নামাজ কবুল হয় না। আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

---

৬৫. আল্লাহ তায়ালার বাণী " اولئك هم الوارثون "-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " اولئك هم الوارثون " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সফল মুমিনদের পুরস্কারের চূড়ান্ত ঘোষণা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা 'ওয়ারিস' বা উত্তরাধিকারী শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ অর্থ: "তারাই উত্তরাধিকারী।"

১. জান্নাতুল ফিরদাউস: পরবর্তী আয়াতেই বলা হয়েছে, তারা 'ফিরদাউস' নামক জান্নাতের উত্তরাধিকার লাভ করবে। ফিরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর।

২. উত্তরাধিকার কেন: মানুষ মারা গেলে তার সন্তানরা যেমন সম্পত্তির মালিক হয়, তেমনি মুমিনরা তাদের নেক আমলের বিনিময়ে জান্নাতের মালিক হবে।

৩. কাফেরদের স্থান: হাদিসে এসেছে, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাতে এবং জাহান্নামে একটি করে স্থান রেখেছেন। কাফেররা জাহান্নামে গেলে তাদের জান্নাতের খালি জায়গাগুলোর উত্তরাধিকারী হবে মুমিনরা। এটি মুমিনদের জন্য বাড়তি পাওয়া।

---

৬৬. কোন আয়াতে মানুষের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে? (ما هى الاية التى تتحدث عن خلق الانسان؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল মুমিনুনের ১২-১৪ নম্বর আয়াতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বা ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) সম্পর্কে বিস্ময়কর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আয়াতসমূহ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

অর্থ: "আমি তো মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আয়াত: ১২)

এরপর আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً...

অর্থ: "এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে..." (আয়াত: ১৪)

তাৎপর্য:

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষ ধাপে ধাপে সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে মাটির উপাদান, তারপর বীর্য, এরপর রক্তপিণ্ড, মাংসপিণ্ড এবং অবশেষে হাড় ও মাংসের সমন্বয়ে পূর্ণ মানব। আধুনিক বিজ্ঞান কুরআনের এই নিখুঁত বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করেছে।

---

৬৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী " خلق الانسان من ماء مهين "-এর অর্থ কী? (ما المراد بقوله تعالى " خلق الانسان من ماء مهين " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের অহংকার চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির তুচ্ছ উপাদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ অর্থ: "তিনি মানুষকে তুচ্ছ পানি (বীর্য) থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

১. মাঈন মাহীন (مَّاءٍ مَّهِينٍ): 'মাহীন' অর্থ দুর্বল, তুচ্ছ বা লাঞ্ছিত। অর্থাৎ বীর্য, যা দেখতে ঘৃণ্য এবং দুর্বল, তা থেকেই আল্লাহ এত সুন্দর মানুষ তৈরি করেছেন।

২. সূরা মুমিনুনের প্রসঙ্গ: সূরা মুমিনুনে এই শব্দগুচ্ছ হুবহু না থাকলেও (সেখানে 'নুতফাহ' বলা হয়েছে), এই প্রশ্নটি মূলত মানুষ সৃষ্টির উপাদানের হীনতা বোঝাতে এসেছে (যা সূরা সাজদাহ ও মুরসালাতে আছে)।

৩. শিক্ষা: যার শুরু এক ফোঁটা নাপাক পানি দিয়ে এবং শেষ হবে পচা লাশ হয়ে, তার পক্ষে অহংকার করা সাজে না।

---

৬৮. আল্লাহ তায়ালার বাণী " ان الله يعلم ما تخفى الصدور "-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " ان الله يعلم ما تخفى الصدور " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহর জ্ঞান অসীম। তিনি কেবল প্রকাশ্য বিষয়ই জানেন না, বরং অন্তরের গোপন খবরও রাখেন।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা অন্তরসমূহ গোপন রাখে।"

১. গোপন জ্ঞান: মানুষ মুখে যা বলে, তার চেয়ে বেশি কথা মনে গোপন রাখে। আল্লাহ 'আলিমু বি-যাতিস সুদুর' (অন্তরযামী)। কারো মনের কুমন্ত্রণা, নিয়ত বা গোপন পরিকল্পনা আল্লাহর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

২. হুঁশিয়ারি: এটি মানুষের জন্য একটি সতর্কবার্তা। যেহেতু আল্লাহ মনের খবরও রাখেন, তাই অন্তরে কুফরি, হিংসা বা রিয়া (লোকদেখানো ভাব) পোষণ করা থেকেও মুমিনকে বিরত থাকতে হবে।

---

৬৯. আল্লাহ তায়ালার বাণী " خلق الانسان من عجل "-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " خلق الانسان من عجل " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের স্বভাবজাত অধৈর্যপনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ এই আয়াতটি নাজিল করেছেন। (যদিও আয়াতটি সূরা আল আম্বিয়ার ৩৭ নং আয়াত, কিন্তু প্রশ্নটি এখানে করা হয়েছে)।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ অর্থ: "মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই তাড়াহুড়াপ্রবণ।"

১. স্বভাব: মানুষ স্বভাবতই চঞ্চল। সে সবকিছু দ্রুত পেতে চায়। ভালো ফল যেমন দ্রুত চায়, তেমনি রাগের মাথায় নিজের জন্য বদদোয়া বা অকল্যাণও দ্রুত চেয়ে বসে।

২. প্রেক্ষাপট: কাফেররা যখন নবীদের কাছে আজাব আসার জন্য তাড়াহুড়ো করত এবং বলত 'কবে আসবে সেই ওয়াদা?', তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন।

৩. শিক্ষা: মুমিনের গুণ হলো 'সবর' বা ধৈর্য, আর তাড়াহুড়ো করা শয়তানের কাজ।

---

৭০. হেদায়েতের প্রধান লক্ষণগুলো কী? (ما هى اهم علامات الهداية؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

যাকে আল্লাহ হেদায়েত বা সঠিক পথ দান করেন, তার মধ্যে কিছু বিশেষ লক্ষণ ফুটে ওঠে। সূরা মুমিনুনের আলোকে তা বোঝা যায়।

লক্ষণসমূহ:

১. ইমান ও আমল: হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে এবং নেক আমলে অগ্রগামী হয়। إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত)।

২. শিরক বর্জন: তারা রবের সাথে কাউকে শরিক করে না।

৩. দানশীলতা ও ভয়: তারা দান-সদকা করে, তবুও তাদের অন্তর ভীত থাকে এই ভেবে যে, তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে (দান কবুল হলো কি না সেই ভয়ে)।

৪. দ্রুত কল্যাণকামিতা: তারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে এবং দ্রুত ধাবিত হয় (يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ)।

---

৭১. ঈমান ও আমলুস সালিহ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الايمان والعمل الصالح؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক, কিন্তু সংজ্ঞাগতভাবে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্য:

১. সংজ্ঞা:

- **ঈমান (الإيمان):** অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন, মুখে স্বীকার করা। এটি মূলত হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত।
- আমলুস সালিহ (العمل الصالح): শরিয়ত অনুযায়ী শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে নেক কাজ করা (যেমন—নামাজ, রোজা)।

২. সম্পর্ক: ঈমান হলো গাছের শিকড়, আর আমল হলো তার ফল। ঈমান ছাড়া আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আবার আমল ছাড়া ঈমান দুর্বল।

৩. আবশ্যকতা: জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, আর জান্নাতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আমল প্রয়োজন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, আমল ঈমানের অংশ, কিন্তু আমল না থাকলে ঈমান চলে যায় না (কাফের হয় না, ফাসিক হয়)।

---

৭২. আল্লাহ তায়ালার বাণী " من سلالة من طين "-এর অর্থ কী? (ما المراد بقوله تعالى " من سلالة من طين " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষ সৃষ্টির আদি উপাদান সম্পর্কে সূরা মুমিনুনের ১২ নম্বর আয়াতে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ অর্থ: "মাটির সারাংশ বা নির্জাস থেকে।"

১. সুলালাহ (سُلَالَةٍ): এর অর্থ কোনো কিছু থেকে বের করে আনা সারাংশ বা নির্যাস (Extract)।

২. ত্বীন (طِينٍ): অর্থ কাদা বা মাটি।

৩. তাফসীর: হযরত আদম (আ.)-কে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর বনী আদম বা পরবর্তী মানুষের সৃষ্টি হয়েছে সেই মাটির সারাংশ (খাদ্য > রক্ত > বীর্য) থেকে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সব মানুষই মাটির তৈরি। এটি মানুষের আদি উৎসের দিকে ইঙ্গিত করে।

---

৭৩. মুমিনদের কোন মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করা উচিত? (ما هى القيم التى يجب على المؤمنين اتباعها؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল মুমিনুনের শিক্ষা অনুযায়ী একজন মুমিনের জীবনে কিছু উচ্চতর নৈতিক মূল্যবোধ বা 'কাইয়্যিম' থাকা জরুরি।

মূল্যবোধসমূহ:

১. তাকওয়া: সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

২. সত্যবাদিতা: অঙ্গীকার রক্ষা করা এবং আমানতদারিতা বজায় রাখা।

৩. বিনয়: অহংকার ত্যাগ করে সালাতে ও ব্যক্তিজীবনে বিনয়ী হওয়া।

৪. লজ্জাশীলতা: অশ্লীলতা পরিহার করা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা।

৫. পরোপকার: যাকাত ও দানের মাধ্যমে সমাজের মানুষের উপকার করা।

৬. অনর্থক কাজ বর্জন: সময়ের মূল্য দেওয়া এবং অসার কাজ থেকে দূরে থাকা।

---

৭৪. মুমিনের জীবনে সালাতের গুরুত্ব কী? (ما هى اهمية الصلاة فى حياة المؤمن؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সালাত বা নামাজ মুমিনের মিরাজস্বরূপ। সূরা মুমিনুনের শুরু এবং শেষে নামাজের কথা উল্লেখ করে এর অত্যধিক গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

গুরুত্ব:

১. সফলতার চাবিকাঠি: আল্লাহ মুমিনদের সফলতার প্রথম শর্ত হিসেবে বলেছেন—যারা সালাতে বিনয়ী।

২. পাপ থেকে মুক্তি: নিয়মিত ও বিনয়ের সাথে আদায়কৃত সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

৩. পার্থক্যকারী: মুমিন ও কাফেরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো সালাত।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ: যারা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান (يُحَافِظُونَ), তারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে। অর্থাৎ সালাত জান্নাত লাভের প্রধান মাধ্যম।

---

৭৫. 'নুতফাহ' শব্দের অর্থ কী? (ما معنى النطفة؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষ সৃষ্টির দ্বিতীয় ধাপ হলো 'নুতফাহ'। কুরআনে এই শব্দটি বহুবার এসেছে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

'নুতফাহ' (النُّطْفَةَ) শব্দের আভিধানিক অর্থ—স্বচ্ছ পানির ফোঁটা বা সামান্য পানি।

পারিভাষিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অর্থে, এটি দ্বারা পুরুষের শুক্রাণু (Sperm) এবং নারীর ডিম্বাণুর (Ovum) মিলন বা জাইগোটকে বোঝানো হয়।

আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

অর্থ: "অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি।" (আয়াত: ১৩)

এটি মানব জীবনের সূচনাবিন্দু।

---

৭৬. প্রমাণ কর যে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা হারাম। (اثبت بان القتل بغير حق حرام)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বা 'হুরমাতুদ দম' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা করাকে কুরআন ও সুন্নাহয় কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

হারাম হওয়ার দলিল:

১. কুরআন: আল্লাহ তায়ালা খাঁটি মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

অর্থ: "এবং তারা সেই প্রাণকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন; তবে ন্যায়সংগত কারণে ছাড়া।" (সূরা আল ফুরকান: ৬৮ / সূরা বনী ইসরাইল: ৩৩)

২. হাদীস: বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান একে অপরের জন্য হারাম (পবিত্র)।"

উপসংহার:

অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবিরা গুনাহ এবং এর শাস্তি জাহান্নাম।

---

৭৭. 'বা'ছ' (البعث) শব্দের অর্থ কী? (ما معنى البعث؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

আকাইদের অন্যতম একটি বিষয় হলো 'বা'ছ বাদাল মাউত' বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। সূরা আল মুমিনুনে এর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

'বা'ছ' (الْبَعْثُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ—পাঠানো, জাগরিত করা, উত্তেজিত করা বা উঠানো।

পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায়, কেয়ামতের দিন শিঙায় ফুঁ দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মৃত মানুষকে তাদের কবর থেকে বিচার দিবসের জন্য জীবিত করে ওঠাবেন। এই পুনরায় জীবিত করে ওঠানোকেই 'বা'ছ' বলা হয়।

আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

অর্থ: "অতঃপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।" (সূরা আল মুমিনুন: ১৬)

---

৭৮. মানুষ সৃষ্টির কয়টি ধাপ রয়েছে? (كم مرحلة فى خلق الانسان؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল মুমিনুনের ১২-১৪ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বা ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology) নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন।

সৃষ্টির ধাপসমূহ:

আয়াত অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির প্রধান ৭টি ধাপ বা পর্যায় রয়েছে:

১. সুলালাহ মিন তিন (سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ): মাটির সারাংশ।

২. নুতফাহ (نُطْفَةً): শুক্রবিন্দু বা জাইগোট।

৩. আলাকাহ (عَلَقَةً): জমাট রক্ত বা ঝুলে থাকা বস্তু।

৪. মুদগাহ (مُضْغَةً): চর্বিত মাংসপিণ্ড।

৫. ইজাম (عِظَامًا): হাড় বা অস্থি গঠন।

৬. লাহাম (لَحْمًا): হাড়ের ওপর মাংসের আবরণ।

৭. খালকান আখার (خَلْقًا آخَرَ): রূহ ফুঁকে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব আকৃতি ও প্রাণ দান।

---

৭৯. আল্লাহ তায়ালার বাণী " ثم انشأناه خلقا اخر "-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " ثم انشأناه خلقا اخر " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষ সৃষ্টির দৈহিক ধাপগুলো অতিক্রম করার পর আল্লাহ তায়ালা এই বিশেষ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ অর্থ: "অতঃপর আমি তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছি।" (আয়াত: ১৪)

মুফাসসিরগণের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:

১. রূহ সঞ্চার: এতক্ষণ যা ছিল কেবল জড় পদার্থের সমষ্টি (রক্ত, মাংস, হাড়), তাতে আল্লাহ রূহ বা আত্মা ফুঁকে দেন।

২. মানবীয় বৈশিষ্ট্য: এর ফলে সে আর সাধারণ প্রাণী থাকে না; বরং শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন এক ভিন্ন সত্তায় (মানুষে) পরিণত হয়। এটিই হলো 'অন্য সৃষ্টি'।

---

৮০. আল্লাহ তায়ালার বাণী " فتبارك الله احسن الخالقين "-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " فتبارك الله احسن الخالقين " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষ সৃষ্টির বিস্ময়কর বর্ণনা শেষ করে আল্লাহ তায়ালা নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ অর্থ: "নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না বরকতময়!"

১. আহসানুল খালিকীন: মানুষও কোনো কিছু তৈরি করলে তাকে 'বানানো' বা 'সৃষ্টি' (রূপক অর্থে) বলা হয়। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি হলো এক জিনিস থেকে আরেক জিনিসে রূপান্তর মাত্র। আর আল্লাহ অস্তিত্বহীন (নাই) থেকে অস্তিত্বে আনেন। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

২. তাবারাকা: আল্লাহর বরকত ও কল্যাণ অসীম এবং তাঁর সত্তা চিরস্থায়ী।

---

৮১. নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মিথ্যারোপকারীদের কী শাস্তি হয়েছিল? (ما هى عقوبة المكذبين من قوم نوح؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

হযরত নূহ (আ.)-এর কওম তাঁকে দীর্ঘকাল অস্বীকার করেছিল এবং পাগল বলেছিল। তাদের পরিণতির কথা সূরা মুমিনুনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাস্তি:

তাদের শাস্তি ছিল 'মহাপ্লাবন' (তুফান)।

আল্লাহর আদেশে আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং জমিন থেকে পানি উথলে ওঠে। ফলে নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহনকারী মুমিনরা ছাড়া বাকি সবাই, এমনকি নূহ (আ.)-এর অবাধ্য স্ত্রী ও পুত্রসহ সমস্ত কাফের পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন:

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً

অর্থ: "অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ বা প্লাবন তাদের পাকড়াও করল এবং আমি তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করলাম।" (আয়াত: ৪১)

---

৮২. পরকালে কাফেরদের পরিণতি কী হবে? (ما مصير الكافرين فى الاخرة؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ঈমান না আনার কারণে পরকালে কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী ব্যর্থতা অপেক্ষা করছে।

পরিণতি:

১. জাহান্নাম: তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২. ভারী শাস্তি: তাদের নেক আমলের পাল্লা হালকা হবে (خَفَّتْ مَوَازِينُهُ)।

৩. অনন্ত আক্ষেপ: তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু মৃত্যু হবে না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দেবেন। আল্লাহ বলবেন, اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাকো, আমার সাথে কথা বলো না)।

---

৮৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী " افحسبتم انما خلقناكم عبثا " আয়াতটি কী নির্দেশ করে? (ماذا يدل قوله تعالى " افحسبتم انما خلقناكم عبثا " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের জন্ম ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এটি একটি মৌলিক প্রশ্নবোধক আয়াত।

নির্দেশনা:

আয়াতটি নির্দেশ করে যে:

১. জীবনের লক্ষ্য: মানব জীবন কোনো খেলাধুলা বা নিরর্থক বিষয় নয়। 'আবাছা' (عبثًا) অর্থ অনর্থক। আল্লাহ মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

২. দায়িত্ব ও হিসাব: মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে হিসাব দিতে হবে (وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ধারণাটি ভুল)।

৩. আখেরাত বিশ্বাস: এই আয়াত পুনরুত্থান ও আখেরাতের বিচার দিবসের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে।

---

৮৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী " وانزلنا من السماء ماء بقدر "-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " وانزلنا من السماء ماء بقدر " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

বৃষ্টি আল্লাহর এক বিশাল নিয়ামত। সূরা মুমিনুনে বৃষ্টি বর্ষণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ অর্থ: "আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি।"

১. বি-কাদার (পরিমিত): আল্লাহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বর্ষণ করে বন্যা সৃষ্টি করেন না, আবার এত কমও দেন না যাতে খরা হয়। তিনি জীবকুলের প্রয়োজন মাফিক পানি দেন।

২. সংরক্ষণ: আয়াতে আরও বলা হয়েছে, فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ (অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি)। অর্থাৎ বৃষ্টির পানি মাটির নিচে সুপেয় পানি হিসেবে জমা থাকে, যা মানুষ পরে ব্যবহার করে।

---

৮৫. সূরা আল মুমিনুনে জান্নাতের কী বর্ণনা এসেছে? (ما وصف الجنة فى سورة المؤمنون؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল মুমিনুনের শুরুতে সফল মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনার পর তাদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বর্ণনা:

১. জান্নাতুল ফিরদাউস: আল্লাহ মুমিনদেরকে 'ফিরদাউস' নামক জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এটি জান্নাতের সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ স্তর।

২. উত্তরাধিকার: মুমিনরা এই জান্নাতের মালিক হবে উত্তরাধিকারী সূত্রে (الْوَارِثُونَ)।

৩. স্থায়ীত্ব: তারা সেখানে সাময়িক মেহমান নয়, বরং চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ বলেন: هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (তারা সেখানে চিরকাল থাকবে)।

---

৮৬. জাহান্নামের লোকেরা তাদের রবের কাছে কী চাইবে? (ماذا يطلب اهل النار من ربهم؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

জাহান্নামের অসহ্য যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পাপীরা আল্লাহর কাছে এক শেষ সুযোগ প্রার্থনা করবে।

তাদের প্রার্থনা:

তারা বলবে:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

অর্থ: "হে আমাদের রব! এই আগুন থেকে আমাদের বের করে দিন। এরপরও যদি আমরা পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত হই, তবে আমরা অবশ্যই জালেম (অপরাধী) হবো।" (আয়াত: ১০৭)

কিন্তু আল্লাহ তাদের এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবেন।

---

৮৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী " لا اله الا هو رب العرش الكريم "-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " لا اله الا هو رب العرش الكريم " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল মুমিনুনের শেষভাগে আল্লাহর তাওহীদ ও মহত্ত্বের চূড়ান্ত ঘোষণা এটি।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ অর্থ: "তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।"

১. তাওহীদ: আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

২. রাব্বুল আরশ: 'আরশ' হলো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বিশাল ও সম্মানিত বস্তু। মহান আরশের মালিক হওয়ার উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

---

৮৮. সূরা আল মুমিনুনে জাহান্নামের কী বর্ণনা এসেছে? (ما وصف النار فى سورة المؤمنون؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

এই সূরায় জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা ও জাহান্নামিদের দৈহিক অবস্থার ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বর্ণনা:

১. চেহারা দগ্ধ হওয়া: আল্লাহ বলেন, تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ (আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে)।

২. কালিহুন (বীভৎস চেহারা): আগুনের তাপে তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। হাসিলে যেমন দাঁত বের হয়ে থাকে, আগুনের পোড়ায় তাদের ঠোঁট সংকুচিত হয়ে দাঁতগুলো বের হয়ে থাকবে এবং তাদের অত্যন্ত কুৎসিত ও ভীতিপ্রদ দেখাবে। এটিই 'কালিহুন' (كَالِحُونَ)-এর অবস্থা।